কৌস্তভ রায়

দীঘা সিরিজ

১

প্রতি ঢেউয়ে ধুয়ে যায় কাঁকড়ার হুড়োহুড়ি
প্রতি ঢেউয়ে ধুয়ে যায় গোড়ালি, পায়ের ছাপ
প্রতি ঢেউয়ে ধুয়ে যায় পুরোনো স্মৃতির দাগ
প্রতি ঢেউয়ে ফিরে আসে নতুন সমুদ্রস্নান।

২

সঙ্গে আসেনি রগচটা বউ, কবিযশপ্রার্থী ক- অক্ষর তরুণী
প্রথম যৌবনের পর নিজের কাছে ফিরেছে আবার
কবিসম্মেলনে ফিসফাস, যাবতীয় খচখচের পর
শ্মশানের পাশে ছাই ওড়া দেখছে কলকাতা-কবি।

৩

আলগা-বাঁধ উপচে ওঠা মেয়েলি যৌবন
তাদেরও মনে আনে প্রথম যৌথস্নান।
নোনা- দেয়ালে শুকিয়ে যাওয়া মানুষের
স্নানকালীন বীর্যে সমুদ্র ফেনাময়

ফাঁকা দেখে শকুন নেমে আসছে
কচ্ছপ, কি জেলিফিসের গন্ধ পেয়ে

৪

প্রেমিকাকে নিয়ে যেও না কখনো পাহাড়, কিংবা সমুদ্রের ধারে
ঈশ্বরের সামনে তোমাকে, তোমার মহিমা, সে বেমালুম ভুলে যেতে পারে।

৫

ডাঙার অর্থনীতি অচল পৃথিবীর তিনভাগ জলে
পার্স-চটি-ফোন ছাড়াই, এখনও সমুদ্রে নামা চলে

৬

স্নানের অজুহাতে যতটুকু উন্মুক্ত তুমি—
তোমাকে সমুদ্র দেখি; সমর্পন আভূমি

৭

টুরিস্টরা ফেলে গেছে ব্যবহৃত প্লাস্টিক, প্রেম,
ফাটা বল, ঝাউবনে বর্জ্য, কাগজ;
নিয়ে গেছে রঙচঙে স্মৃতি ক্যামেরায়; আর
আকাশের রঙ নিয়ে বিষন্নীল হয়েছে সাগরে

সুমিতাভ ঘোষাল

ডাকিনী

তাকে ছুঁতে গেলে সীমান্তের কাঁটা তারে
আঙুল রক্তাক্ত হয়
ফতোয়ার মতো ঘোরে বোরখা পরা মেঘ
রাত্রি এসে লিখে রাখে বিচ্ছেদ গাথা
নারীবাদী গন্ধ জানান দ্যায়
কোথাও সে আছে
অথচ তাকে দেখা যায় না কোথাও
ধর্ম ব্যবসায়ীরা ছুরি দিয়ে পেন্সিল কাটে
কমিউনিস্ট পার্টি মুখ ভ্যাংচায়
বুদ্ধিজীবীরা চ্যাংদোলা করে তাকে ছুঁড়ে দ্যায়
মহাকালের অতল গহ্বরে
সমস্বরে বলে ওঠে সবাই ঃ
ডাকিনী বিদ্যা নিপাত যাক।